প্রথম আলো

তারিখ: ২৫/৫/১৫
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয়ল সরকার বালক বিদ্যালয় থেকে নিয়মিত ৪১১ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় সরকারি এ বিদ্যালয় থেকেও নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫০ জন ঝরে গেছে। ডেমরার শামসুল হক খান হাইস্কুলে ৩৩৫ জনের সবাই পাস করলেও নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল ৩৯২ জন, অর্থাৎ ঝরে গেছে ৫৭ জন। মিরপুরের মণিপুর স্কুল থেকে সর্বাধিক এক হাজার ৮৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের সবাই পাস করেছে। এই বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থী যেমন ছিল সর্বাধিক, তেমনি ঝরেও পড়েছে সর্বাধিক—১৬০ জন।

উত্তরার মাইলস্টোন কলেজে ৩৪৮ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করলেও পেছনে ফেলে আসা হয়েছে ৮৫ জন শিক্ষার্থীকে। ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৪৩৩ জন নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল। ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ নির্বাচনী পরীক্ষা।

একইভাবে শতভাগ পাসের তালিকায় থাকা উত্তরা হাইস্কুল থেকে নিবন্ধন করা ৪৭ জন, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল [illegible] থেকে ২৭ জন, ঢাকা সেনানিবাসের বিএএফ শাহীন কলেজ থেকে ৩৬ জন, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি অ্যান্ড গার্লস হাইস্কুল থেকে ১২ জন নিয়মিত ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কারণে ঝরে গেছে।

সেরা দশে ঢাকার বাইরে একমাত্র প্রতিষ্ঠানের চিত্র: ঢাকা বোর্ডের সেরা দশের তালিকায় ঢাকার বাইরের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে টঙ্গীর সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছরের মধ্যে ১৯২ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। তাদের একটি অংশ বাদ পড়েছে নির্বাচনী পরীক্ষায়।

শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ওই একাডেমির ৪৬৩ জন ছাত্রছাত্রী নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল। তাদের মধ্যে ২৭১ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই পাস করে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সফিউদ্দিন সরকার একাডেমির অধ্যক্ষ হাফিজউদ্দিন মিয়া বলেন, সামান্য ঝুঁকি থাকা শিক্ষার্থীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না এমন অভিযোগ সঠিক নয়। বরং এ ধরনের শিক্ষার্থীর দিকে বাড়তি নজর দেওয়া হয়। নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করা ১৯২ জন শিক্ষার্থী হারিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেকের অভিভাবক কর্মস্থল এগোনো, অর্থাৎ নবম-দশম শ্রেণী খোলা। কিন্তু বিদ্যালয়টি নবম-দশম শ্রেণী বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর ওই বিদ্যালয় থেকে পাঁচজন পরীক্ষা দিয়ে তিনজন পাস করেছিল। ফেল করা দুজনের একজন অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কবিতা বিশ্বাস বলেন, বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটি না থাকা এবং পাশে একটি বিদ্যালয় থাকায় তাঁর বিদ্যালয়টিতে নবম-দশম শ্রেণী টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে ভুনিয়র স্কুল হিসেবে এটি ভালোভাবে চলছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিন, ছয়, নয়: টাঙ্গাইলের গোপালপুর সিমলা জমিরুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল থেকে তিনজন নিয়মিত শিক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। মাদারীপুরের শিবচর আব্দুস সাত্তার ইবনে হালিমা সিরাজ গার্লস একাডেমি থেকে ছয়জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। এ ছাড়া টাঙ্গাইলের ধোপকান্দি গার্লস হাইস্কুলের নয়জন শিক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে।

এভাবে তিন, ছয় বা নয়জন পরীক্ষা দিয়ে [illegible] এসব প্রতিষ্ঠান শতভাগের তালিকায় স্থান পেয়েছে। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শতভাগ পাসের তালিকার বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের লেখাপড়া, শিক্ষকসহ সামগ্রিক অবস্থা ভালো নয়।

রাজবাড়ী জেলার আরবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে ছয়জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে বলে এটি শতভাগের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। একইভাবে নেত্রকোনার রাজুর বাজার কলেজিয়েট স্কুলের চারজন ও জামালপুরের মাদারগঞ্জ মোসলেমাবাদ নকুল্লাহার গার্লস হাইস্কুলের ১৩ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে।

মাত্র ২০ জন নিবন্ধন করলেও শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জের ভেনোপা ন্যাসিরউদ্দিন হাইস্কুল থেকে দুজন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল, দুজনই পাস করেছে। অতএব প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার শতভাগ। ওই জেলার ভেদরগঞ্জ সদর পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে নিবন্ধন করেছিল নিয়মিত ১৯০ জন শিক্ষার্থী; এর মধ্যে ৫৯ জন পরীক্ষা দেয়, সবাই পাসও করেছে। নিবন্ধন করা ১৩১ জন শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া সম্পর্কে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রব মিয়া বলেন, 'চাকরির জন্য অনেকেই নিবন্ধনের পর পড়াশোনা বন্ধ করে। এ নিতে দেওয়া হবে না। ২০০১ সালে এই নির্দেশনা চালু হওয়ার পর থেকে কিছুটা সুফল এসেছে। এর আগে নির্বাচনী পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে ফেল করলেও একজন শিক্ষার্থীকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। তখন পরিচালনা কমিটি, স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ তৈরি করতেন।

সাম্প্রতিক সময়ে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনার অপব্যবহার করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে যাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে, সেই যেন পাস করে, এমন ভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান বলেন, কোনো ছাত্রকে বঞ্চিত করার অভিযোগ পাওয়া গেলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তিনি বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখার কথা বলেন।

pintu.dhaka@gmail.com